BNGH- 1st Sem
Dr. Biswajit Podder

উপভাষা

ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে।

উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ যা এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাক্যরীতিগত পার্থক্য আছে, এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা হয় অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশী না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক একটি পৃথক ভাষা হয়ে গড়ে ওঠে।

ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে তখন সেগুলিকে আর উপভাষা না বলে ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

যেমন- আসাম ও বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক কিন্তু পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠীর একই সংস্কৃতি- বাঙালীর সংস্কৃতি।

সুতরাং একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার নানাস্তর, নানা পার্থক্য থাকে- ভাষার রূপ জটিল ও বিচিত্র। ভাষা বিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড একটি সমাজের ভাষার এইসব জটিল রূপকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-

১) আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা
২) আদর্শ চলিত ভাষা
৩) প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা
৪) ইতরজনের ভাষা
৫) আঞ্চলিক উপভাষা

এক একটি উপভাষার মধ্যে যে নানা আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে ওঠে তাকে বলে বিভাষা।

আঞ্চলিক উপভাষা
- i) রাঢ়ী
- ii) বঙ্গালী
- iii) বরেন্দ্রী
- iv) কামরূপী (রাজবংশী)
- v) ঝাড়খণ্ডী

- রাঢ়ী
  - পূর্ব-মধ্য: কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া
  - পশ্চিম মধ্য: হুগলী, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম।
  - উত্তর-মধ্য: মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিন মালদহ
  - দক্ষিন মধ্য: দক্ষিন 24 পরগনা, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর
- বঙ্গালী
  - বিশুদ্ধ বঙ্গালী: ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, বরিশা
  - চাটিগ্রামী: চট্টগ্রাম, নোয়াখালি।

উপভাষা	অবস্থান
রাঢ়ী	কলকাতা, 24 পরগনা, হাওড়া হুগলী, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম নদীয়া, মুর্শিদাবাদ 24 পরগনা (দ:), উত্তর পূর্ব মেদিনীপুর,
বঙ্গালী	ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, ময়মন চট্টগ্রাম, নোয়াখালি।
বরেন্দ্রী	মালদহ, দক্ষিন দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা
ঝাড়খন্ডী	মানভূম, সিংভূম, ধলভূম দক্ষিন-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিন-পশ্চিম মেদিনীপু
কামরূপী বা রাজবংশী	জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, রংপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, কাছাড়।

রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ক) ই, উ, ঋ, য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' হয়।
যেমন- অতি > ওতি
মধু > মোধু।

খ) অভিশ্রুতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
করিয়া > কইর‍্যা > করে

গ) স্বরসঙ্গতি বহুল প্রচলিত।
দেখি > দিখি।

ঘ) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর সানুনাসিক হয়ে ওঠে। - চন্দ্র > চাঁদ

ঙ) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দান্তের মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-
দুধ > দুদ্, বাঘ > বাগ

চ) 'ল' কোথাও 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়।
লবন > নুন, লৌহ > নোয়া

ছ) শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি (ক, খ) কখনো সঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- কাক > কাগ
শাক > শাগ

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ক) কর্তৃকারক ব্যতীত অন্য কারকে 'দের' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় বহুবচন বোঝাতে। যেমন- আমাদের বই দাও (কর্ম)

খ) রাঢ়ীতে মুখ্য কর্মে (কি ?) বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু গৌন কর্মে (কাকে?) 'কে' বিভক্তি যোগ হয়।

যেমন: আমি রামকে (গৌনকর্ম) টাকা (মুখ্যকর্ম) ধার দিয়েছি।

৩) অধিকরণ কারকে 'এ'তে' বিভক্তি যোগ হয়।

যেমন- ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।

৪) মূল ধাতু + 'আছ' ধাতু + কাল ও পুরুষের বিভক্তি =
ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীত

যেমন: কর্ + ছি = করছি (আমি করছি